যুগান্তর

[illegible] 6 J[illegible]
পৃষ্ঠা [illegible]

ভুলে ভরা পাঠ্যবই

প্রণয়নকারীদের জবাবদিহি করতে হবে

চলতি বছর সরকারের বিলি করা প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিকের পাঠ্যবইয়ে অসংখ্য ভুলভ্রান্তি ও অসঙ্গতি ধরা পড়েছে, যা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে। প্রশ্ন উঠেছে এসব বইয়ের ছাপার মান নিয়েও। মলাট ঝকঝকে হলেও বইয়ের ভেতরে ছাপা অত্যন্ত নিম্নমানের। তবে শিশু শিক্ষার্থীদের বইয়ে ভুল থাকাটাই সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়। কারণ যে স্তরে শিক্ষার ভিত গড়ে উঠবে সেই স্তরের পাঠ্যবইয়ে ভুল থাকলে শিক্ষার্থীরা শৈশব থেকেই ভুল শিক্ষা পাবে।

পাঠ্যবইগুলোয় ভুল রয়েছে বানানে। ভুল রয়েছে শব্দ চয়নেও। আবার এমন কিছু বাক্য রয়েছে, যা হাস্যকর। এছাড়া পদ্য বিকৃত করারও অভিযোগ উঠেছে। খ্যাতনামা কবির বিখ্যাত কবিতার লাইন লেখা হয়েছে উল্টোভাবে। বইগুলোর বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। জানা যায়, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে এবার পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে, তারও অনেকগুলো সৃষ্টি করেছে বিতর্ক। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, কারা ছিল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পরিবর্তনের দায়িত্বে? জানা যায়, এবার পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তনের বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত হয়েছে ন্যাশনাল কারিকুলাম কো-অর্ডিনেশন কমিটির (এনসিসিসি) সভায়। সেক্ষেত্রে দায় প্রথমত তাদের ওপরই বর্তায়। সংশ্লিষ্ট সবার এ ব্যাপারে জবাবদিহি হওয়া জরুরি।

গত কয়েক বছর ধরে সরকার বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করে আসছে। এটি বর্তমান সরকারের এক বড় সাফল্য অবশ্যই। এ কার্যক্রমের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। বিনামূল্যের বই বিশেষত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র অভিভাবকদের জন্য এক বড় ধরনের স্বস্তি। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ সহায়তায় তাদের আর্থিক কষ্টের বোঝা অনেকটাই লাঘব হবে নিঃসন্দেহে। তবে এ মহতী কার্যক্রম যদি পাঠ্যপুস্তকে ভুলের কারণে ম্লান হয়ে যায়, তাহলে তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আর এটি এমন এক ক্ষেত্রের ভুল যা মেনে নেয়া যায় না। আমরা আশা করব, সরকার ভুলগুলো দ্রুত সংশোধনের উদ্যোগ নেবে। ভবিষ্যতে যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের যাবতীয় কার্যক্রমের দায়িত্ব দিতে হবে প্রকৃত যোগ্য, দক্ষ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের। এক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম ও অবহেলা বরদাশত করার সুযোগ নেই।